দৈনিক
ইত্তেফাক

31 MAY 2013
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

শেষ কার্যদিবসেও উত্তাল ছিল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, হয়নি ক্লাস ও পরীক্ষা

শিক্ষক মসিউরের শাস্তি দাবি

■ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

নিয়ম বহির্ভূতভাবে ইনকোর্স পরীক্ষায় নম্বর দেয়ার অভিযোগে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মসিউর রহমানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গতকাল বৃহস্পতিবারও উত্তাল ছিল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ২ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের। গতকাল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ কার্যদিবস। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ভবনে তালা লাগিয়ে দিলে হয়নি ক্লাস ও পরীক্ষা। তবে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনেও ছাত্রলীগ এক ঘণ্টা তালা দিয়ে রাখে ও ক্যাম্পাসে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে।

ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, সহকারী অধ্যাপক মসিউর রহমান বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মো. আতাউল্লাহ বোখারীকে পরীক্ষা না দেয়া সত্ত্বেও 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' কোর্সের ৪০ নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষায় ৩০.২৫ নম্বর দিয়েছেন। গত ২ এপ্রিল কুমিল্লার পদুয়ার বাজারের নিকটস্থ রেল লাইনের ফিসপ্লেট খুলে রেখে নাশকতার মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গত ১৫ এপ্রিল শিবির কর্মী আতাউল্লাহ বোখারীকে গ্রেফতার করা হয়। কুমিল্লা কারাগারে আটক বোখারী এখনও কারাগারে। গত ১৯ মে থেকে ছাত্রলীগ ওই শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এ ব্যাপারে মসিউর রহমান বলেন, 'ভুলক্রমে তাকে নম্বর দেয়া হয়েছিল, পরে বিষয়টি সংশোধন করা হয়েছে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সৈয়দুর রহমান বলেন, গত বুধবার তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আদালতের রায় নিয়েও যোগদান হলো না রেজিস্ট্রারের

এদিকে রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করতে গিয়ে গত বুধবার ফিরে গেছেন মো. মজিবুর রহমান মজুমদার। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে জয়ী হয়ে স্বপদে যোগদান করতে গেলে তাকে উপাচার্য অফিস থেকে এক সপ্তাহ পর যোগদান করতে বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতির অভিযোগে ২০০৯ সালের ১২ অক্টোবর মুজিবুর রহমানকে ওএসডি করা হয়। পরে কর্তৃপক্ষ ২০১১ সালে তাকে রেজিস্ট্রার পদ থেকে সরিয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের উপ-পরিচালক পদে দায়িত্ব দেন। ২০১১ সালের ১২ মে মজিবুর রহমান মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন। গত ১৫ মে হাইকোর্ট মজিবুর রহমানকে স্বপদে বহাল রাখার আদেশ দেন।